মেহেরপুরে ব্র্যাকের গবাদিপশুর ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের টেংরামারি গ্রাম এবং মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে ব্র্যাক কৃত্রিম প্রজনন এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে গবাদিপশুর ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিকিৎসা ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. তোফাজ্জল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. হারিছুল আবিদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, ভেটেরিনারি সার্জন ডা. মো. খাইরুল ইসলাম, ব্র্যাক এগ্রি ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তা মোসাব্বির হোসেন, আমদহ ইউনিয়নের ব্র্যাক কৃত্রিম প্রজনন সার্ভিস প্রোভাইডার মো. মাজেদুল ইসলাম এবং দারিয়াপুর ইউনিয়নের সার্ভিস প্রোভাইডার মো. রনি মিয়া।

চিকিৎসা ক্যাম্পে মোট ২ হাজার ৫০০ গবাদিপশুকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ছিল ১ হাজার ৬০০টি গরু, ৮০০টি ছাগল এবং ১০০টি ভেড়া।

ব্র্যাকের নিজস্ব ভেটেরিনারি সার্জনদের মাধ্যমে পশুগুলোর চিকিৎসা দেওয়া হয়। পাশাপাশি খামারিদের মাঝে কৃমিনাশক ওষুধ, ভিটামিন, মিনারেলসসহ বিভিন্ন রোগের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।

এসময় খামারিদের গবাদিপশু পালন, রোগ প্রতিরোধ ও পরিচর্যা বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শও প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় নিরাপদ সড়কের প্রত্যাশায় বিভিন্ন সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন নিয়ন্ত্রণে চলাচলের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ডাউকি, জামজামি, আইলহাস, নাগদাহ, খাসকররা ইউনিয়নে এই ভ্রাম্যমাণ আদালতে মোট ৫ জনের কাছে ৫১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আর নিরাপদ সড়কে মানুষের চলাচলে জন্য এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানা ও বিজিবি’র যৌথ বাহিনীর মাধ্যমে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ভূমি এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী। তিনি বলেন, বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে জীবনকে যেমন ঝুকিতে ফেলে দেয় তেমনিভাবে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চালানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। জনস্বার্থে এই রকম অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর শেখপাড়া এলাকায় সার ব্যবস্থাপনা আইন অমান্য করে লাইসেন্সবিহীনভাবে জৈব সার প্যাকেট করার দায়ে মো. আনোয়ারুল নামের এক ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে পরিচালিত এ অভিযানে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬-এর ১২(৩) ধারায় ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান। দোষী আনোয়ারুল জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের রবিউল হকের ছেলে।

অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। আদালত পরিচালনার সময় দামুড়হুদা মডেল থানার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন।

মুজিবনগরে ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বেকার যুবক ও যুবতীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ, স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ বিভিন্ন প্রশিক্ষন দিচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।তারই ধারাবাহীকতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন ‘টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অফ বাংলাদেশ (টেকাব- ২য় পর্যায়)’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তায় মুজিবনগর ভ্রাম্মমান কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা চত্বরে মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক কে.এম. জাহিদ হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস ফিতা কেটে ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন। সেই সাথে প্রশিক্ষনার্থী ৪ জনের হাতে “প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম” কম্পিউটার এন্ড নেটওয়াকিং প্রশিক্ষণ কোর্সের বই তুলে দেওয়া হয়। পরে উপজেলা পরিষদ হল রুমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যুব

উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক কে. এম. জাহিদ হোসেন,স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডু,জেলা কম্পিউটার প্রশিক্ষক মাসুদুল উল হাসান নোবেল, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আব্দুর রব,উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তাহমিনা খাতুন, এ সময় উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশিক্ষনার্থীগণ উপস্হিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক কে.এম. জাহিদ হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত যুবক ছেলে-মেয়েদের এমএস অফিস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইন্টারনেট আউটসাইডসহ নানা ধরনের প্রোগ্রাম শেখানো হচ্ছে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা এ সনদ দেখিয়ে ব্যাংক থেকে অল্প সুদে ঋণও তুলতে পারবেন, যা দিয়ে গ্রামের অবহেলিত যুব সমাজের বেকারত্ব সমস্যা দূরসহ প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ও স্মাট বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে।

সভাপতির বক্তব্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ২০২১ ভিশন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে রূপান্তর করতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষিত যুবক-তরুণীদের মধ্যে নতুন চেতনা আনতেই এবং শিক্ষিত বেকার তরুণ তরুণীদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিতে আসা প্রশিক্ষনার্থী জাফরিন আক্তার জেনি, সোনিয়া, মাসুম,সানোয়ার হোসেন বলেন,যুব উন্নয়নের এমন উদ্যোগে বেশ খুশি আমরা। বিনা পয়সায় কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের সার্টিফিকেট,যাতায়াত ভাতাসহ বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ হবে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষক মোস্তাক হোসেন,সহকারী প্রশিক্ষক রূপালী বিশ্বাস বলেন,সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবক-তরুণীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এতে করে তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারবেন। পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার ভ্যানে ২ মাস ব্যাপী চারটি শিফটে ৪০ জন তরুণ তরুণীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ চলবে।

কুমারখালীতে বঙ্গবন্ধুর ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর প্রদর্শনী উদ্বোধন

সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সংগ্রাম এবং তার কর্মজীবনের গল্প পৌঁছে দিতে দেশে কুষ্টিয়া কুমারখালীতে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ বঙ্গবন্ধু রেল জাদুঘর।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর’ নামের এ জাদুঘরটি ২৫ ও ২৬ শে আগস্ট কুমারখালী রেলস্টেশনে প্রদর্শনের জন্য চালু করেছে।

গত ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাদুঘরের উদ্বোধন করেন। পরে সোমবার (১ আগস্ট) রেলপথমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গোপালগঞ্জ স্টেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচ দুটির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। একটি ব্রডগেজ এবং একটি মিটারগেজ কোচ নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর।

ভ্রাম্যমাণ এ রেল জাদুঘর দেশের বিভিন প্রান্তে থাকা স্টেশনগুলোতে প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর দেখতে আসা অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাকীব বলেন, ট্রেনের বগিতে এই জাদুঘরে দেখে অনেক ভালো লাগছে।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যা জানতাম না এখানে এসে সেই গুলো জানতে পারছি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এরই মধ্যে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল জাদুঘরটির ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, মিটার গেজ শুরু হয় চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে আর

ব্রডগেজ শুরু হয় গোপালগঞ্জ স্টেশন থেকে। জাদুঘর দুটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর নির্মিত তথ্যবহুল ও মনোমুগ্ধকর ১২টি পৃথক চিত্র ও দুর্লভ আলোকচিত্রের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে। জানা গেছে, দুটি কোচের একটি থাকবে দেশের পূর্বাঞ্চলে অন্যটি থাকবে পশ্চিমাঞ্চলের রেলস্টেশনে।

বৃহস্পতিবার কুমারখালী রেলস্টেশন প্রাঙ্গনে দুইদিন ব্যাপী রেল জাদুঘর প্রদর্শনের শুভ উদ্বোধন করা হয়।করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতির সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা এটিএম আবুল মনসুর মজনু, রাজবাড়ি রেলওয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর পরিদর্শক মিঞা মো. আল মামুন, কুমারখালী রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার মো. শফিকুল ইসলাম, উপজেলা য্বুলীগের দপ্তর সম্পাদক মনোয়ার হোসেন প্রমূখ।

কুমারখালী উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল জাদুঘর পরিদর্শনে এসে বলেন, জাদুঘরটিতে ১৯২০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতার ঐতিহাসিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, সংগ্রামী ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ দর্শনার্থীরা টাচ স্ক্রিনে আঙুল স্পর্শ করতেই ভেসে আসবে বঙ্গবন্ধু ছবি, ভাষণ, তার জীবনের নানা দিক-নির্দেশনা।

আমি শুনেছি প্রায় দেড় বছর সময় ধরে এটি তৈরি করা হয়েছে। দেশের ৮০ শতাংশ রেলস্টেশন গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে জাতির পিতার ঐতিহাসিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এ জাদুঘর।